

[কবিতা]

মেয়ে পুতুলের জন্মান্তর

– কিশোর মজুমদার

সেই বালিকার কী হল ?

সেই বালিকা আজ অনেকগুলি বর্ষায় স্নাত হয়ে , হয়ে উঠেছে সাবালিকা ।

চারপাশে ডালপালা মেলে দিয়েছে তার,

এখন তার শাখায় শাখায় কথা , কর্তব্য , আনাজপত্রের নালিশ;

তবে সে আর সেই বালিকা নেই ;

যে বালিকার বাবার পুরোনো রুমালে বাঁধা ছিল ছোট্ট একটা পুতুল,

পুতুলের বিয়ে ঠিক হয়েছিল পাশের বাড়ির টুনুর ছেলে-পুতুলটার সঙ্গে ।

দু'চোখ ভরা স্বপ্ন ছিল

বিছানা ভরা গল্প ছিল

দু'হাত ভরা বৃষ্টি মাখা ছাদ

ছাদ পেরিয়ে আকাশ ছিল – আকাশ ভরা গাল ফুলানো মেঘ ।

পুতুলের আবার রং বেরঙের শাড়ি । শাড়ির গায়ে পাতার নকশা কাটা ।

এখন সে ফুলে ফলে সুশোভিত গাছ ।

পাতায় পাতায় ঝড় বাতাসের দোলা । ডালে ডালে নতুন কুশির গান।

ঘরের ভেতর উঠোন ছিল বড় ।

সেই উঠানে পাখ-পাখালির ভীড় ।

ভীড়ের থেকে উঠে আসতো রোদ,

রোদের হাতে ঝলমলে লাল চুড়ি ,

চুড়ির পাশে ধাতুর নোয়া এলো–

হাতের পাশে নিজ পুরুষের হাত ।

স্বপ্ন গুলো নতুন হলো আরো ।

বালিকাটিই হারিয়ে গেল আজ ।

খুকুর ঘরে কলের পতুল এলো । খেলনা ভরা রঙের পাশে রং ।

জামার গায়ে এলো একশো বদল । আকাশটুকু পেল নতুন জীবন ।

সেই বালিকার বড় হবার ভয় । সেই বালিকার উদাস জানলা কাঁদে ।

সেই বালিকার নবজন্ম ঘিরে । স্মৃতির মতো গাছের নিচে ছায়া ।

আবছায়া হয় মেঘ বৃষ্টি জলে । সেই বালিকার খেলার ছোট্ট ঘরে।

ছোট্ট হাঁড়ি ছোটো হাতা খুন্সি ।

হঠাৎ করে হারিয়ে যাওয়া বাটি

মায়ের যত ঝঙ্কি ঝামেলা ।

পুতুল ফেলে কী যে কান্নাকাটি !

সেই খুকিটাই সাঁতরে উঠে এলো । অন্য নদীর অজানা এক পাড়ে ।
সবাইকে আজ আপন করে নিতেই । খেলনা-বাঁচি পুতুল গেল সরে ।
অনেকদিন পরে মায়ের কাছে । ছোটবেলার গল্প হাঁড়ি খুলে ।
একসা ধুলোয় আবর্জনার মাঝে । পুতুল খোঁজার চেষ্টা কৌতূহলে ।

সেই পুতুলই নতুন জীবন পেল । জীবন্ত এক আলোর উঠোন ভরে ।
কালের খুকির আবার খেলা শুরু। এক্কেবারে মায়ের মতন করে ।
শুধু তার পুতুল অনেক দামি । যত্ন ক'রে সোফায় রাখা থাকে ।
মোবাইল ফোনে হাজার রকম খেলায় । পুতুল গড়ায় পুচকু অবহেলায় ।

সেই খুকিটাই বড় , এখন মা। মায়ের মত কখন হয়ে গেল !
এখন যে তার অনেক অনেক কাজ । ছোট্ট খুকিই ছোট্ট পুতুল হল ।
সেই বালিকাই নতুন নতুন ক'রে ।
নতুন রূপে মায়ের মেয়ে হলে । খেলার পুতুল জীবন্ত আজ আদর ।
এমনি করেই জন্মান্তর চলে ।

সেই বালিকাই আজ মা ,
— আর তার খেলার পুতুল ?
— এই দেখো না কি সুন্দর টুকটুকে খুকি হয়ে ঘর আলো ক'রে আছে ।

এই বালিকাই সেই বালিকা আজ ।
যে , অনেকগুলি বর্ষায় স্নাত হয়ে
হয়ে উঠেছে সাবালিকা ।

.....